se purchase Image to PDF Converter on http://www.verypdf.com to remove this watermark.

এখন আমরা যদি বলি ঐ সব পরিকল্পনার জন্যই আমাদের এত নরকযন্ত্রনা? যদি বলি ঐ সব পরিকল্পনার জন্য আমরা ভুলতে বসেছি আমরা মানুষ, ভিখারী বা গরু-ছাগলের মতো অসম্মান আমাদের প্রাপ্য নয়? কেন বলবো না? সারা বছর আপনাদের মতো দিনে চারবার পেটপুরে খাবার পাওয়া আমাদের অধিকার। এটা ভুলে বি.পি.এল. তালিকায় নাম তুলতে আমরা ছুটছি না? সারা বছর অন্য মানুষের কাছে কাজের জন্য লাথি-ঝাঁটা না খেয়ে সম্মান নিয়ে কাজের অধিকার আমাদের প্রাপ্য— এই কথা ভুলে জব কার্ডে কাজের ভিক্ষা পেতে ছুটছি না? সারাবছর মানুষের সম্মান নিয়ে বাঁচার মতো মজুরী আমাদের প্রাপ্য- এই অধিকারের কথা ভুলে ইন্দিরা আবাস, বিধবা বা বার্ধক্য ভাতার ভিক্ষা পেতে ছুটছি না?

আর এসবের ফল কি হয়েছে? ১৯৯৯-২০০০ সালের টাকার হিসাবে একটা তথ্য দিচ্ছি। আপনাদের পরিকল্পনা কমিশন বলেছিল একটা পরিবার মাসে ৫১২ টাকা খরচ করটা ভালো ব্যবস্থা। অথচ তখনই গ্রামবাংলার মানুষ পরিবার পিছু গড়ে মাসে খরচ করতো মাত্র ৪৬৩ টাকা এবং আদিবাসী পরিবার পিছু খরচ হোত মাত্র ৩৭৬ টাকা। আজ আদিবাসী মায়েদের শতকরা ৯০ জন রক্ত কম থাকার রোগে ভোগে। আদিবাসী শিশুদের শতকরা ৯৫ জন ঐ রোগে ভুগছে। আদিবাসী শিশুদের মধ্যে প্রতি হাজারে ৩০০ জন ৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যায়। এসবকে যদি *আপনাদের নিঃশব্দ সন্ত্রাস* বলি তাহলে কি অন্যায় বলা হবে?

তার উপর আপনারা হচ্ছেন চূড়ান্ত মিথ্যাবাদী। একটা পঞ্চায়েত অঞ্চলের একটা বুথ থেকে যদি মাত্র ২০০ জনকেও ১০০ দিনের জন্য ১০০ টাকা মজূরীর কাজ দিতে হয়, তবে ঐ বুথের জন্য ২০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। সেই হিসাবে শুধু মজুরী বাবদ একটা পঞ্চায়েতের ১০টা বুথের জন্য দিতে হবে ২ কোটি টাকা। এর সাথে উপকরণের খরচ আছে। এত টাকা বরাদ্দ তো করেনই না। উল্টে যে ১০-১২ দিনের কাজ হয় বছরে, সে টাকা পাওয়ার জন্য কতরকম নিয়ম কানুনের ঝামেলা। তাহলে ইন্দিরা আবাস বা অন্যান্য ভাতার জন্য কতটুকু টাকা বরাদ্দ হয়?

এত হাজারো অন্যায় আমরা মুখ বুজে সহ্যই করছিলাম। কিন্তু লালগড়ে আদিবাসী ভাইরা যখন আপনাদের পুলিশের জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো, তখন আমরাও প্রতিবাদের সাহস পেলাম। আর এটাও দেখলাম, স্রেফ আমরা একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ালাম বলে, এতদিন আমাদের উপর জুলুম চালানো পার্টি নেতা-ব্যবসায়ী-মহাজন-ডিলারদের ল্যাজ গুটিয়ে গেলো। অথচ আপনাদের গণতান্ত্রিক আইন ঐ সব জুলুমবাজদের হাত থেকে আমাদের এতদিন রক্ষা তো করেই নি, উল্টে তাদের বাঁচিয়ে চলেছে।

তাই বলছি, এইভাবে একজোট হয়ে নিজেদের উপর যাবতীয় জুলুমের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পাওয়াটাকে, আমরা নতুন পাওয়া স্বাধীনতার মতোই মনে করছি। সেইজন্যই, গ্রীন হান্ট অপারেশনের দোহাই দিয়ে আমাদের গরীব মানুষদের জোটের কোন নেতা বা কর্মীকে গ্রেফতার করা বা গ্রামে ঢুকে অত্যাচার চালানোকে আমরা বরদাস্ত করবো না! আমাদের মনে হচ্ছে, আপনারা আমাদের এই স্বাধীনভাবে, মাথা উঁচু করে বাঁচার চেষ্টাকে ধ্বংস করতে চাইছেন। আবারও নেতা-বড়োলোক-প্রশাসন এই তিন কুচক্রীর জুলুমের চাপের কাছে আমাদের ক্রীতদাস বানানোর জন্য যুদ্ধ শুরু করেছেন। মানুষের পুরোপুরি সম্মান স্বাধীনতার ৬৩ বছরেও আমাদের দিতে পারলেন না। অথচ আমরা নিজেদের চেষ্টায় সেই সম্মান একটু একটু ফিরে পাওয়ার চেষ্টা শুরু করতেই, সেটুকুও আপনারা কেড়ে নেবেন? — এটা কতবড়ো সন্ত্রাস, কত বড়ো অগণতন্ত্র ভেবে দেখবেন!

ইতি —

৯ নং কেন্দডাংরী অঞ্চলের

তাং- ১৭ই মার্চ, ২০১০

সচেতন গ্রামবাসীবৃন্দ

---

৯ নং কেন্দডাংরী অঞ্চলের গ্রামবাসীদের পক্ষে নিশীথ মাহাত কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং **X Y Z**, ঝাড়গ্রাম কর্তৃক মুদ্রিত।

se purchase Image to PDF Converter on http://www.verypdf.com to remove this watermark.